**|Page 268|**

উত্তরপ্রদেশঃ কানপুর, মোরাদাবাদ, ইটাওয়া, আগ্রা, মীরাট এবং হাথরাস।

মধ্যপ্রদেশঃ গোয়ালিয়র, জব্বলপুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভোপাল এবং দেওয়াস।

রাজস্থানঃ উদয়পুর, ভিলওয়াড়া, কোটা, ভবানীমণ্ডি এবং জয়পুর।

পশ্চিমবঙ্গঃ হাওড়া, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, সেরামপুর, ইকিয়া ও শ্যামনগর।

**1. কাঁচা তুলার অভাবঃ** দেশভাগের ফলে ভারতীয় সুতি বস্ত্র শিল্প অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কারণ বেশিরভাগ প্রধান তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। যদিও কাঁচা তুলার উৎপাদন উন্নত করার জন্য অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে এর সরবরাহ সবসময় চাহিদার তুলনায় কম হয়েছে। ফলস্বরূপ, দীর্ঘস্থায়ী প্রধান তুলার চাহিদার বেশিরভাগই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

**2. অপ্রচলিত যন্ত্রপাতিঃ** বেশিরভাগ টেক্সটাইল কলগুলিতে অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি রয়েছে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং গুণগত মান খারাপ হয়। উন্নত দেশগুলিতে 10-15 বছর আগে যে টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছিল তা পুরানো এবং অপ্রচলিত হয়ে গেছে, যেখানে ভারতে প্রায় 60-75 শতাংশ যন্ত্রপাতি 25-30 বছরের পুরনো।

**3. অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহঃ** বেশিরভাগ সুতি বস্ত্র কলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত যা উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

**4. শ্রমের কম উৎপাদনশীলতাঃ** কিছু উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। জাপানে গড়ে 30টি তাঁত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 60টি তাঁতের তুলনায় ভারতে গড়ে একজন শ্রমিক প্রায় 2টি তাঁত পরিচালনা করেন।যদি একজন আমেরিকান শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা 100 হিসাবে ধরা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা হল U.K এর জন্য 51. জাপানের জন্য 33 এবং ভারতের জন্য মাত্র 13।

**5. ধর্মঘটঃ** শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট সাধারণ ঘটনা, কিন্তু শ্রমিক বাহিনীর ঘন ঘন ধর্মঘটের কারণে সুতির বস্ত্র শিল্প অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 1980 সালে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট সংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। সরকারের এই উপলব্ধি করতে এবং সংগঠিত ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে প্রায় 23 বছর সময় লেগেছিল।

1. কঠোর প্রতিযোগিতাঃ ভারতীয় তুলো কল শিল্পকে পাওয়ারলুম এবং হ্যান্ডলুম সেক্টর, সিন্থেটিক ফাইবার এবং অন্যান্য দেশের পণ্য থেকে কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়।

**7.** অসুস্থ কলঃ উপরের কারণগুলি এককভাবে বা একে অপরের সাথে কাজ করার ফলে অনেক অসুস্থ কল তৈরি হয়েছে। প্রায় 177টি কলকে অসুস্থ কল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 1975 সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন অসুস্থ কলগুলি এড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে এবং 125টি অসুস্থ কলগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভারতে তুলা শিল্পের গুরুত্বঃ ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান তুলা বস্ত্র উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। এই শিল্প দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। ভারতের শিল্প শ্রমিকের প্রায় 20 শতাংশ হল

engaged in this industry. The cotton textile industry

remains the largest organized modern industry in the country.

**Government Initiatives:**

● **Fibre revolution:** The government has launched the **Silver Fibre Revolution** to boost the production of cotton in the country.

● **Clusters:** Mega-Textile Clusters are set up in the cotton-growing cities of Lucknow, Surat, Kutch, Bhagalpur, and Mysore.

● **National Textile Policy:** Ajay Shankar Committee was set up to review the National Textile Policy in India.

● **Technology Mission on Cotton:** It was launched to enhance the research and development in the cotton industry.

● **Ajay Shankar Committee:** A committee was set up to

review the **National Textile Policy** in India.

● **Technology Mission on Cotton:**The Technology Mission on Cotton was launched to enhance the research and development in the cotton industry. B**T cotton** has been introduced to address the problems of pests and low yields.

● **FDI:** The government has allowed 100% FDI in the

sector under the automatic route.

● **A National Technical Textiles Mission:** The mission is

proposed for a period from 2020-21 to 2023-24.

● **Amended Technology Up-gradation Fund Scheme (A-TUFS):** This scheme aims to create employment for 35 lakh people and enable investment worth Rs.

95,000 crores by 2022.

● **Integrated Wool Development Programme (IWDP):** It provides support to the wool sector, starting from wool rearer to end consumer, with an aim to enhance quality and increase production during 2017-18 and

2019-20.

● **‘Scheme for Capacity Building in the Textile Sector:** The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), approved a new skill development scheme named

‘Scheme for Capacity Building in the Textile Sector.

© Adda247 Publications